বাহান্ন বছরেও কেউ কথা রাখেনি

(উৎসর্গ– জীবিত ফতেমোল্লা কে)

-জাহেদ আহমদ
anondomela@yahoo.com

৫২র ভাষা আন্দোলনের
৫২তম বছর আজ।

চলুন সকলে চোখ বন্ধ করে
খানিকটা ভাবালুতার আশ্রয় নিই।
হোক না তা ফ্যান্টাসি।
কখনো কখনো কল্পনা
বাস্তবকে ও হার মানায় যে!

শুরু করি তা'হলে।

এক।
দুই ।
তিন।

ঘড়ির এলার্মে ধড়মড় করে
রাত এগারোটায় ঘুম থেকে
জেগে উঠলেন মন্ত্রী।
শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে
ছুটতে হবে এক্ষুনি তাঁকে।

ভাষা দিবসে অর্ডার দেয়া স্পেশ্যাল
পিজার খানিকটা মুখে দিয়েই
ড্যানিম স্যুট গায়ে চাপলেন
মাননীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী।
অতঃপর ছুটলেন সদ্য কেনা
লেক্সাস এলএক্স ৪৭০ মডেলের
জীপের দিকে।

মধ্যরাত ১২ টা বাজতে
আর মাত্র ৩০ সেকেন্ড বাকি।
পুস্পমাল্য নিয়ে
শহীদ মিনারের বেদির দিকে
খালি পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন মন্ত্রী।
রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর পরেই
সংস্কৃতি মন্ত্রীর পালা।
লম্বা লাইন পিছনে।
অন্যান্য মন্ত্রীরা ও এসেছেন স্ব স্ব
মন্ত্রনালয়ের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিয়ে।
মাননীয় মতিউর রহমান নিজামী।
মিনিস্টার আলী আহসান মুজাহিদ।
আরো অনেকে।
হঠাৎ করে ম ন্ত্রীর
মোবাইল বেজে উঠল।
'হ্যাপি মাদার লাঙ্গুয়েজ ডে, ড্যাডি'।
সুদূর আমেরিকার সিলিকন ভ্যালি থেকে
একমাত্র কম্প্যুটার ইঞ্জিনিয়ার ছেলের
কন্ঠ বাতাসে ভেসে ওঠল।
'পরে ফোন কর, ড্যানি ।
এই মুহুর্তে ***ইংরেজী*** *বলা যাবে না'।*
আশ পাশে তাকিয়ে
বেশ খানিকটা
বিব্রত বোধ করলেন মন্ত্রী।
ফেব্রুয়ারীর শীতের মাঝ রাতে ও
কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল তাঁর।

না কেউ শুনেনি।
আর শুনলে ও কিছু মনে করেনি।

লেক্সাস জীপে নিরাপদে
বাসায় ফিরে এলেন মন্ত্রী।
'হাই ড্যাডি' বলে ছুটে আসল
মেরী নামের ছ' বছরের
মন্ত্রী তনয়া।
অতঃপর স্পেশ্যাল পাকিস্তানী
কাবাব খেয়ে বিছানার দিকে
ধীর পদক্ষেপে
এগুতে লাগলেন।
মুখে তাঁর তৃপ্তির হাসি।

গর্বিত পিতা হিসেবে মন্ত্রীর চোখ-মুখ
এই মুহূর্তে-
ভরা পূর্ণিমার চাঁদের মত
উদ্ভাসিত। উজ্জ্বল।
ছেলে মেয়ে এত সুন্দর আর সাবলীল
ইংরেজী শিখেছে।
অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রী
তাঁর ছ' বছরের মেয়েটির সুবাদে
নিজে ও অহরহ শিখছেন
এতকাল আজানা থাকা বহু ইংরেজী শব্দ।

'হ্যাপি মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে'।
প্রিয়তমা স্ত্রীকে শহীদ
ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা
জানালেন মন্ত্রী।
'সেম টু য়্যু'।
বিছানার ডান পাশ থেকে
উত্তর এলো।
'পয়েজন' নামের পারফিউমের সুঘ্রান
সমস্ত কক্ষ জুড়ে।
সাত আসমান পাড়ি দিয়ে
জান্নাতুল ফেরদৌস নেমে এসেছে
আজ ঢাকার মিন্টুরোডের বাড়িগুলোতে।

'এবার শুয়ে পড় লক্ষ্মীটি,
কাল সকালে টিভিতে ইন্টারভ্যু আছে না?'
আদুরে কণ্ঠে স্বামীর মাথায়
হাত বুলিয়ে দিলেন মন্ত্রী পত্নী।
'সাক্ষাতকার? ও তাইতো!'
মনে পড়েছে, *'সর্বস্তরে*
মাতৃভাষা হিসেবে বাংলার প্রচলন'।

'ইটস গোয়িং টু বি এ বিজি ডে' ।
অস্পষ্ট উচ্চারণের সাথে সুখ নিদ্রার
কোলে ঢলে পড়লেন মাননীয় মন্ত্রী।

(সমাপ্ত)

নিউ ইয়র্ক।

২১শে ফেব্রুরারী , ২০০৪
(৫২তম ভাষা আন্দোলন দিবস উপলক্ষে রচিত)

কপিরাইটস www.mukto-mona.com   2004

টাইপিং সফটওয়ার www.bornosoft.com এর সৌজন্যে সম্পূর্ণ বিনামুল্যে প্রাপ্ত।